রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১

বাংলাদেশ গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা

কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

রবিবার, ফেব্রুয়ারি ১০, ২০১৯

বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ

ঢাকা, ২৮ মাঘ, ১৪২৫ মোতাবেক ১০ ফেব্রুয়ারি, ২০১৯

নিম্নলিখিত বিলটি ২৮ মাঘ, ১৪২৫ মোতাবেক ১০ ফেব্রুয়ারি, ২০১৯ তারিখে জাতীয় সংসদে উত্থাপিত হইয়াছে :—

বা. জা. স. বিল নং ০১/২০১৯

ইট প্রস্তুত ও ভাটা স্থাপন (নিয়ন্ত্রণ) আইন, ২০১৩ সংশোধনকল্পে আনীত বিল

যেহেতু নিম্নবর্ণিত উদ্দেশ্যসমূহ পূরণকল্পে ইট প্রস্তুত ও ভাটা স্থাপন (নিয়ন্ত্রণ) আইন, ২০১৩ (২০১৩ সনের ৫৯ নং আইন) এর কতিপয় সংশোধন সমীচীন ও প্রয়োজনীয়;

সেহেতু এতদ্দ্বারা নিম্নরূপ আইন করা হইল:—

১। **সংক্ষিপ্ত শিরোনাম ও প্রবর্তন।**—(১) এই আইন ইট প্রস্তুত ও ভাটা স্থাপন (নিয়ন্ত্রণ) (সংশোধন) আইন, ২০১৯ নামে অভিহিত হইবে।

(২) ইহা অবিলম্বে কার্যকর হইবে।

২। **২০১৩ সনের ৫৯ নং আইনের ধারা ২ এর সংশোধন।**—ইট প্রস্তুত ও ভাটা স্থাপন (নিয়ন্ত্রণ) আইন, ২০১৩ (২০১৩ সনের ৫৯ নং আইন), অতঃপর উক্ত আইন বলিয়া উল্লিখিত, এর ধারা ২ এর—

(ক) দফা (ঘ) বিলুপ্ত হইবে;

(খ) দফা (ঙ) এর পরিবর্তে নিম্নরূপ দফা (ঙ) প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা:—

"(ঙ) "ইট" অর্থ বালি, মাটি বা অন্য কোনো উপকরণ দ্বারা ইটভাটায় পোড়াইয়া প্রস্তুতকৃত কোনো নির্মাণ সামগ্রী;";

(গ) দফা (ছ) এর পরিবর্তে নিম্নরূপ দফা (ছ) প্রতিস্থাপিত হইবে, যথাঃ—

"(ছ) "ইটভাটা" অর্থ উন্নত প্রযুক্তিসম্পন্ন, জ্বালানি সাশ্রয়ী এবং বায়ুদূষণকে পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭ অনুসারে গ্রহণযোগ্য মাত্রায় রাখিতে সক্ষম এমন কোনো স্থান বা অবকাঠামো যেখানে ইট প্রস্তুত করা হয়;";

(ঘ) দফা (ঞ) এর পর নিম্নরূপ নূতন দফা (ঞঞ) সন্নিবেশিত হইবে, যথাঃ—

"(ঞঞ) "ছিদ্রযুক্ত ইট (hollow brick)" অর্থ যে সকল ইটে প্রযুক্তি ব্যবহারক্রমে একাধিক ছিদ্র (hole) রাখা হয়;";

(ঙ) দফা (ঠ) এর পর নিম্নরূপ নূতন দফা (ঠঠ) সন্নিবেশিত হইবে, যথাঃ—

"(ঠঠ) "তপশিল" অর্থ এই আইনের তপশিল;";

(চ) দফা (ন) এর পর নিম্নরূপ নূতন দফা (নন) সন্নিবেশিত হইবে, যথাঃ—

"(নন) "ব্লক" অর্থ বালি, সিমেন্ট, ফ্লাই অ্যাশ বা অন্য কোনো উপাদান, মাটি ব্যতীত, না পোড়াইয়া তদ্দ্বারা প্রস্তুতকৃত কোনো নির্মাণ সামগ্রী;";

(ছ) দফা (প) বিলুপ্ত হইবে।

৩। **২০১৩ সনের ৫৯ নং আইনের ধারা ৪ এর সংশোধন।**—উক্ত আইনের—

(ক) ধারা (৪) এর পরিবর্তে নিম্নরূপ ধারা ৪ প্রতিস্থাপিত হইবে, যথাঃ—

"৪। **লাইসেন্স ব্যতীত ইট প্রস্তুত নিষিদ্ধ।**—আপাতত বলবৎ অন্য কোনো আইনে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, ইটভাটা যে জেলায় অবস্থিত সেই জেলার জেলা প্রশাসকের নিকট হইতে লাইসেন্স গ্রহণ ব্যতিরেকে, কোনো ব্যক্তি ইট প্রস্তুত করিতে পারিবেন না:

তবে শর্ত থাকে যে, ব্লক প্রস্তুত করিবার ক্ষেত্রে এইরূপ লাইসেন্স এর প্রয়োজন হইবে না।";

(খ) ধারা (৪) এর পর নিম্নরূপ নূতন ধারা ৪ক সন্নিবেশিত হইবে, যথাঃ—

"৪ক। **ইটভাটা ব্যতীত ইট প্রস্তুত নিষিদ্ধ।**—ইট প্রস্তুতের জন্য এই আইনে সংজ্ঞায়িত ইটভাটা ব্যতীত অন্য কোনোরূপ ইটভাটা স্থাপন, পরিচালনা কিংবা চালু করা যাইবে না।"।

৪। **২০১৩ সনের ৫৯ নং আইনের ধারা ৫ এর সংশোধন।**—উক্ত আইনের ধারা ৫ এর—

(ক) উপ-ধারা (২) এর পরিবর্তে নিম্নরূপ উপ-ধারা (২) প্রতিস্থাপিত হইবে, যথাঃ—

"(২) জেলা প্রশাসকের অনুমোদনক্রমে কোনো ব্যক্তি ইট প্রস্তুত করিবার উদ্দেশ্যে মজা পুকুর বা খাল বা বিল বা খাঁড়ি বা দিঘি বা নদ-নদী বা হাওর-বাঁওড় বা চরাঞ্চল বা পতিত জায়গা হইতে মাটি কাটিতে বা সংগ্রহ করিতে পারিবেন:

তবে শর্ত থাকে যে, ইটভাটার লাইসেন্সের জন্য আবেদনপত্রে প্রস্তাবিত ইটভাটার মালিক কর্তৃক ইট প্রস্তুতের মাটির উৎস উল্লেখপূর্বক হলফনামা দাখিল করিতে হইবে।";

(খ) উপ-ধারা (৩) এর পরিবর্তে নিম্নরূপ উপ-ধারা (৩) প্রতিস্থাপিত হইবে, যথাঃ—

"(৩) ইটের কাঁচামাল হিসাবে মাটির ব্যবহার হ্রাস করিবার উদ্দেশ্যে সরকার, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে ইটভাটায় উৎপাদিত ইটের একটি নির্দিষ্ট হারে ছিদ্রযুক্ত ইট (hollow brick) ও ব্লক প্রস্তুতের জন্য নির্দেশনা জারি করিতে পারিবে।";

(গ) উপ-ধারা (৩) এর পর নিম্নরূপ নূতন উপ-ধারা (৩ক) সন্নিবেশিত হইবে, যথাঃ —

"(৩ক) মাটির ব্যবহার হ্রাস করিবার উদ্দেশ্যে সরকার, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, ইটের বিকল্প হিসাবে ব্লক উৎপাদন ও ব্যবহার বাধ্যতামূলক করিতে পারিবে।";

(ঘ) উপ-ধারা (৪) বিলুপ্ত হইবে।

৫। **২০১৩ সনের ৫৯ নং আইনের ধারা ৫ক এর সন্নিবেশ।**—উক্ত আইনের ধারা ৫ এর পর নিম্নরূপ নূতন ধারা ৫ক সন্নিবেশিত হইবে, যথাঃ—

"**৫ক। ইটভাটা স্থাপনের জায়গার পরিমাণ ও সংখ্যা নির্ধারণ।**—সরকার, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, প্রস্তাবিত প্রযুক্তি ও উৎপাদন ক্ষমতা অনুসারে ইটভাটার জায়গার পরিমাণ ও কোনো নির্দিষ্ট এলাকায় ইটভাটা স্থাপনের সংখ্যা নির্ধারণ করিতে পারিবে।"।

৬। **২০১৩ সনের ৫৯ নং আইনের ধারা ৭ এর সংশোধন।**—উক্ত আইনের ধারা ৭ এ উল্লিখিত "হিসাবে" শব্দটির পর "আমদানি করিয়া" শব্দগুলি সন্নিবেশিত হইবে।

৭। **২০১৩ সনের ৫৯ নং আইনের ধারা ৭ক এর সন্নিবেশ।**—উক্ত আইনের ধারা ৭ এর পর নিম্নরূপ নূতন ধারা ৭ক সন্নিবেশিত হইবে, যথা :—

"**৭ক। বর্জ্য নির্গমন ও গ্যাসীয় নিঃসরণের মানমাত্রা।**—এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, ইটভাটা হইতে গ্যাসীয় নিঃসরণ ও তরল বর্জ্যের নির্গমন মাত্রা পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭ এ উল্লিখিত মানমাত্রার মধ্যে থাকিতে হইবে।"।

৮। **২০১৩ সনের ৫৯ নং আইনের ধারা ৮ এর সংশোধন।**—উক্ত আইনের ধারা ৮ এর—

(ক) উপ-ধারা (৩) এর—

(অ) "পরিবেশ অধিদপ্তর হইতে ছাড়পত্র গ্রহণকারী" শব্দগুলি বিলুপ্ত হইবে;

(আ) দফা (খ) তে উল্লিখিত "বিভাগীয় বন কর্মকর্তার অনুমতি ব্যতীত," শব্দগুলি ও কমা বিলুপ্ত হইবে;

(ই) দফা (ঙ) এর প্রান্তস্থিত সেমিকোলনের পরিবর্তে কোলন প্রতিস্থাপিত হইবে এবং "এবং" শব্দটি বিলুপ্ত হইবে এবং অতঃপর নিম্নরূপ শর্তাংশ সন্নিবেশিত হইবে, যথা :—

"তবে শর্ত থাকে যে, ইটভাটার বায়ু দূষণের মাত্রা পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭ এ উল্লিখিত এলাকাভিত্তিক গ্রহণযোগ্য মাত্রায় থাকিলে এবং ইহার কর্মপরিবেশ স্বাস্থ্যসম্মত হইলে সরকার, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, উক্ত ইটভাটাকে দফা (গ) ও (ঘ) ব্যতীত অন্যান্য শর্তাবলি হইতে অব্যাহতি প্রদান করিতে পারিবে।";

(ঈ) দফা (চ) বিলুপ্ত হইবে;

(খ) উপ-ধারা (৪) এর ব্যাখ্যাংশের—

(অ) দফা (খ) তে উল্লিখিত "এবং যাহা প্রতিবেশগত সংকটাপন্ন এলাকা হিসাবে ঘোষিত" শব্দগুলি বিলুপ্ত হইবে;

(আ) দফা (ঘ) এর প্রান্তস্থিত "এবং" শব্দটি বিলুপ্ত হইবে এবং দফা (ঙ) এর প্রান্তস্থিত দাঁড়ির পরিবর্তে সেমিকোলন প্রতিস্থাপিত হইবে এবং অতঃপর নিম্নরূপ নূতন দফা (চ), (ছ) ও (জ) সন্নিবেশিত হইবে, যথা :—

"(চ) "অভয়ারণ্য" অর্থ বন্য প্রাণী (সংরক্ষণ ও নিয়ন্ত্রণ) আইন, ২০১২ এর ধারা ১৩ তে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে সরকারি গেজেট প্রজ্ঞাপন দ্বারা অভয়ারণ্য হিসাবে ঘোষিত এলাকা;

(ছ) "ডিগ্রেডেড এয়ার শেড" অর্থ একই বায়ু প্রবাহের অন্তর্গত একটি এলাকা যাহার বায়ুর গুণগতমান দূষণের কারণে পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭ এর অধীন নির্ধারিত মানমাত্রা অতিক্রম করিয়াছে; এবং

(জ) "সরকারি বন" অর্থ দফা (ঙ) তে উল্লিখিত বন ব্যতীত অন্য কোনো বন।"।

৯। **২০১৩ সনের ৫৯ নং আইনের ধারা ৮ক এর সন্নিবেশ।**—উক্ত আইনের ধারা ৮ এর পর নিম্নরূপ নূতন ধারা ৮ক সন্নিবেশিত হইবে, যথা :—

"৮ক। **ইট রপ্তানিতে বিধি-নিষেধ।**—Imports and Exports (Control) Act, 1950 (Act No. XXXIX of 1950) এর অধীন সময় সময় জারিকৃত রপ্তানি নীতি আদেশ অনুসরণ ব্যতীত ইট রপ্তানি করা যাইবে না।"।

১০। **২০১৩ সনের ৫৯ নং আইনের ধারা ৯ এর সংশোধন।**—উক্ত আইনের ধারা ৯ এর—

(ক) উপ-ধারা (১) এ উল্লিখিত "ফরমে" শব্দটির পরিবর্তে "তপশিলের ফরম-ক-তে" শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত হইবে;

(খ) উপ-ধারা (২) এ উল্লিখিত "নিজে পর্যালোচনা করিবেন বা" শব্দগুলি বিলুপ্ত হইবে;

(গ) উপ-ধারা (৩) এ উল্লিখিত "নিজের পর্যালোচনার ভিত্তিতে বা" শব্দগুলি বিলুপ্ত হইবে এবং "পদ্ধতি, ফরম ও শর্তে" শব্দগুলির পরিবর্তে "পদ্ধতি, শর্ত ও তপশিলের ফরম-খ-তে" শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত হইবে;

(ঘ) উপ-ধারা (৪) এ উল্লিখিত "নিজের পর্যালোচনার ভিত্তিতে বা" শব্দগুলি বিলুপ্ত হইবে;

(ঙ) উপ-ধারা (৭) এ উল্লিখিত "নিজে পর্যালোচনা করিতে পারিবেন, বা" শব্দগুলি ও কমা বিলুপ্ত হইবে;

(চ) উপ-ধারা (৮) এ উল্লিখিত "নিজের পর্যালোচনার ভিত্তিতে বা" শব্দগুলি বিলুপ্ত হইবে;

(ছ) উপ-ধারা (৯) এ উল্লিখিত "নিজের পর্যালোচনার ভিত্তিতে বা" শব্দগুলি বিলুপ্ত হইবে।

১১। ২০১৩ সনের ৫৯ নং আইনের ধারা ১১ এর প্রতিস্থাপন।—উক্ত আইনের ধারা **১১** এর পরিবর্তে নিম্নরূপ ধারা **১১** প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা:—

"১১। **লাইসেন্স স্থগিত ও বাতিলকরণ।**—জেলা প্রশাসক নিম্নবর্ণিত কারণে তাৎক্ষণিকভাবে কোনো ব্যক্তির লাইসেন্সের কার্যকারিতা অনধিক ৯০ (নব্বই) দিনের জন্য স্থগিত করিয়া ইটভাটার কার্যক্রম সাময়িক বন্ধ রাখিবার ও অভিযুক্ত ইটভাটার মালিককে উল্লিখিত সময়ের মধ্যে যথাযথ শুনানির সুযোগ প্রদান করিয়া লাইসেন্স বাতিল বা ইটভাটার কার্যক্রম বন্ধ করিবার জন্য আদেশ জারি করিতে পারিবেন, যথা:—

(ক) লাইসেন্সের কোনো শর্ত লঙ্ঘন;

(খ) এই আইনের অধীন শাস্তিযোগ্য কোনো অপরাধ সংঘটন; বা

(গ) স্থাপিত ইটভাটার কারণে তৎসংলগ্ন এলাকায় পরিবেশ ও জনস্বাস্থ্য হুমকির সম্মুখীন।"।

১২। ২০১৩ সনের ৫৯ নং আইনের ধারা ১৪ এর প্রতিস্থাপন।—উক্ত আইনের ধারা ১৪ এর পরিবর্তে নিম্নরূপ ধারা ১৪ প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা :—

"১৪। **ধারা ৪ ও ৪ক লঙ্ঘনের দণ্ড।**—যদি কোনো ব্যক্তি ধারা ৪ বা ৪ক লঙ্ঘন করিয়া কোনো ইট প্রস্তুত বা ইটভাটা স্থাপন, পরিচালনা বা চালু রাখেন তাহা হইলে তিনি অনধিক ১ (এক) বৎসরের কারাদণ্ড বা অনধিক ৫ (পাঁচ) লক্ষ টাকা অর্থদণ্ড বা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত হইবেন।"।

১৩। ২০১৩ সনের ৫৯ নং আইনের ধারা ১৫ এর সংশোধন।—উক্ত আইনের ধারা ১৫ এর—

(ক) উপ-ধারা (১) এর—

(অ) দফা (খ) তে উল্লিখিত "যথাযথ কর্তৃপক্ষের" শব্দগুলির পরিবর্তে "জেলা প্রশাসকের" শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত হইবে;

(আ) "২ (দুই) লক্ষ" শব্দ, সংখ্যা ও চিহ্নের পরিবর্তে "৫ (পাঁচ) লক্ষ" শব্দ, সংখ্যা ও চিহ্ন প্রতিস্থাপিত হইবে;

(খ) উপ-ধারা (২) এর পরিবর্তে নিম্নরূপ উপ-ধারা (২) প্রতিস্থাপিত হইবে, যথাঃ—

“(২) যদি কোনো ব্যক্তি ধারা ৫ এর উপ-ধারা (৩) এর অধীন, নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে, সরকার কর্তৃক নির্ধারিত হারে ছিদ্রযুক্ত ইট (hollow brick) ও ব্লক প্রস্তুত না করেন, তাহা হইলে তিনি অনধিক ২ (দুই) লক্ষ টাকা অর্থদণ্ডে দণ্ডিত হইবেন।”।

১৪। **২০১৩ সনের ৫৯ নং আইনের ধারা ১৭ এর সংশোধন।**—উক্ত আইনের ধারা ১৭ এ উল্লিখিত “৫০ (পঞ্চাশ) হাজার” শব্দগুলি, সংখ্যা ও চিহ্নের পরিবর্তে “১ (এক) লক্ষ” শব্দগুলি, সংখ্যা ও চিহ্ন প্রতিস্থাপিত হইবে।

১৫। **২০১৩ সনের ৫৯ নং আইনের ধারা ১৭ক এর সন্নিবেশ।**—উক্ত আইনের ধারা ১৭ এর পর নিম্নরূপ নূতন ধারা ১৭ক সন্নিবেশিত হইবে, যথাঃ—

“**১৭ক। ধারা ৭ক লঙ্ঘনের দণ্ড।**—যদি কোনো ব্যক্তি ধারা ৭ক এর বিধান লঙ্ঘন করিয়া ইটভাটা হইতে নির্ধারিত মানমাত্রার অতিরিক্ত গ্যাসীয় নিঃসরণ ও তরল বর্জ্যের নির্গমন করেন তাহা হইলে তিনি অনধিক ১ (এক) বৎসরের কারাদণ্ড বা অনধিক ১ (এক) লক্ষ টাকা অর্থদণ্ড বা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত হইবেন।”।

১৬। **২০১৩ সনের ৫৯ নং আইনের তপশিল এর সংযোজন।**—উক্ত আইনের ধারা ২৬ এর পর নিম্নরূপ তপশিল সংযোজিত হইবে, যথাঃ—

"তপশিল

[ধারা ৯ (১) ও ৯ (৩) দ্রষ্টব্য]

ফরম-ক

ইট প্রস্তুতকরণের লাইসেন্সের জন্য আবেদন

ছবি

১। দরখাস্তকারীর নাম :

২। জাতীয় পরিচয়পত্র (এনআইডি) নং :

৩। ঠিকানা : (ক) স্থায়ী-

(খ) অস্থায়ী-

৪। পেশা :

৫। ইট পোড়ানোর উদ্দেশ্য :

৬। ইটের ভাটার অবস্থান (৩ কপি ম্যাপ সংযুক্ত করিতে হইবে) :

(ক) দাগ নং-

(খ) মৌজা নং-

(গ) গ্রামের নাম/রাস্তার নাম-

(ঘ) ইউনিয়নের নাম-

(ঙ) উপজেলার নাম-

৭। কি ধরনের জ্বালানি দ্বারা ইট পোড়ানো হইবে বা কোন প্রযুক্তিতে ইট প্রস্তুত করা হইবে :

৮। প্রস্তাবিত জ্বালানির উৎস :

৯। প্রস্তাবিত মাটির উৎস ও ঠিকানা (৩ কপি ম্যাপ সংযুক্ত করিতে হইবে) :

(ক) দাগ নং-

(খ) মৌজা নং-

(গ) গ্রামের নাম/রাস্তার নাম-

(ঘ) ইউনিয়নের নাম-

(ঙ) উপজেলার নাম-

১০। উৎপাদন ক্ষমতা :

১১। ব্লক তৈরি করা হইবে কি না, করা হইলে শতকরা কতভাগ/পরিমাণ :

আবেদনকারীর স্বাক্ষর

তারিখ-............

নাম-..............

তদন্তকারী কর্মকর্তা বা ব্যক্তির প্রতিবেদন :

সংশ্লিষ্ট রেকর্ড পত্র পরীক্ষা ও সরেজমিনে তদন্ত করিয়া বর্ণিত বিষয়সমূহ সঠিক পাওয়ায়/না পাওয়ায় লাইসেন্স প্রদানের জন্য সুপারিশ করা গেল/গেল না।

স্বাক্ষর-

তারিখ-

নাম-

পদবি-

সীল-

[পর পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য]

অঙ্গীকার নামা

আমি ...., পিতা ...., মাতা........................... ইটভাটার মালিক এই মর্মে **অঙ্গীকার** করিতেছি যে, ইট প্রস্তুত ও ভাটা স্থাপন (নিয়ন্ত্রণ) আইন, ২০১৩ এবং উক্ত আইনের অধীন প্রণীত বিধিমালার বিধানসহ লাইসেন্সের সকল শর্ত মানিয়া চলিব। ইহার কোনো ব্যত্যয় ঘটিলে ইটভাটা বন্ধসহ আইনানুগ গৃহীত সকল প্রকার ব্যবস্থায় আমার কোনো আপত্তি থাকিবে না।

স্বাক্ষর

নাম-

প্রতিষ্ঠানের নাম-

তারিখ-

সত্যায়ন

আমার সম্মুখে আবেদনকারী জনাব.................., পিতা ...., মাতা ...., স্বাক্ষর করিয়াছেন।

সিনিয়র/সহকারী কমিশনার
ও
নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট
জেলা-

ফরম-খ

ছবি

জেলা প্রশাসকের কার্যালয়
.... জেলা

ইট প্রস্তুতকরণের লাইসেন্স

প্রাপকের নাম..

জাতীয় পরিচয় পত্র (এনআইডি) নং-

ঠিকানা

....

আপনার.. তারিখের দরখাস্তের প্রেক্ষিতে আপনাকে ইট প্রস্তুতের জন্য নিম্নবর্ণিত শর্তে লাইসেন্স প্রদান করা হইল।

১। ইটভাটার অবস্থান :

(ক) দাগ নং-

(খ) মৌজা নং-

(গ) গ্রামের নাম/রাস্তার নাম-

(ঘ) ইউনিয়নের নাম-

(ঙ) উপজেলার নাম-

২। লাইসেন্সের মেয়াদ .... তারিখ হইতে ....তারিখ পর্যন্ত।

৩। লাইসেন্স ফি বাবদ টাকা...................... (কথায়...........................), চালান নং ...., তারিখ .... এর মাধ্যমে গ্রহণ করা হইল।

৪। **শর্তাবলি :**

(ক) ইটভাটায় কোনো অবস্থাতেই কোনো প্রকার জ্বালানি কাঠ ব্যবহার করা যাইবে না।

(খ) লাইসেন্সের কোনো শর্ত লঙ্ঘন বা প্রতিপালন করা হইতেছে কিনা, অথবা আইনের অধীন শাস্তিযোগ্য কোনো অপরাধ সংঘটিত হইয়াছে বা হইতেছে কিনা উহা তদারকির জন্য জেলা প্রশাসক স্বয়ং বা উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা বা পরিবেশ অধিদপ্তরের সংশ্লিষ্ট জেলার কার্যালয়ের কোনো কর্মকর্তা বা সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় বন কর্মকর্তা বা তৎকর্তৃক মনোনীত কোনো বন কর্মকর্তা (ফরেস্টার পদের নিম্নে নহে), যে কোনো সময় বিনা নোটিশে ইটভাটায় প্রবেশ ও ভাটা পরিদর্শন, যে কোনো ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসাবাদ বা যে কোনো দলিলাদি তলব করিতে পারিবেন।

(গ) জেলা প্রশাসকের অনুমোদন ব্যতীত, ইট প্রস্তুত করিবার উদ্দেশ্যে মজা পুকুর বা খাল বা বিল বা খাঁড়ি বা দিঘি বা নদ-নদী বা হাওর-বাঁওড় বা চরাঞ্চল বা পতিত জায়গা হইতে মাটি কাটা বা সংগ্রহ করা যাইবে না।

(ঘ) ইটভাটায় ইট পোড়ানোর কাজে নির্ধারিত মানমাত্রার অতিরিক্ত সালফার, অ্যাশ, মারকারি বা অনুরূপ উপাদান সম্বলিত কয়লা জ্বালানি হিসাবে ব্যবহার করা যাইবে না।

(ঙ) নিম্নবর্ণিত এলাকার সীমানার অভ্যন্তরে কোনো ইটভাটা স্থাপন করা যাইবে না :

(১) আবাসিক, সংরক্ষিত বা বাণিজ্যিক এলাকা;

(২) সিটি কর্পোরেশন, পৌরসভা বা উপজেলা সদর;

(৩) কৃষিজমি;

(৪) প্রতিবেশগত সংকটাপন্ন এলাকা;

(৫) ডিগ্রেডেড এয়ার শেড।

(চ) নিম্নবর্ণিত দূরত্বে বা স্থানে ইটভাটা স্থাপন করা যাইবে না, যথা :—

(১) দফা (ঙ) তে উল্লিখিত এলাকার সীমারেখা হইতে ন্যূনতম ১ (এক) কিলোমিটার দূরত্বের মধ্যে;

(২) সরকারি বনাঞ্চলের সীমারেখা হইতে ২ (দুই) কিলোমিটার দূরত্বের মধ্যে;

(৩) কোনো পাহাড় বা টিলার উপরিভাগে বা ঢালে বা তৎসংলগ্ন সমতলে কোনো ইটভাটা স্থাপনের ক্ষেত্রে উক্ত পাহাড় বা টিলার পাদদেশ হইতে কমপক্ষে $\frac{১}{২}$ (অর্ধ) কিলোমিটার দূরত্বের মধ্যে;

(৪) পার্বত্য জেলায় ইটভাটা স্থাপনের ক্ষেত্রে, পার্বত্য জেলার পরিবেশ উন্নয়ন কমিটি কর্তৃক নির্ধারিত স্থান ব্যতীত অন্য কোনো স্থানে;

(৫) বিশেষ কোনো স্থাপনা, রেলপথ, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, হাসপাতাল ও ক্লিনিক, গবেষণা প্রতিষ্ঠান, বা অনুরূপ কোনো স্থান বা প্রতিষ্ঠান হইতে কমপক্ষে ১ (এক) কিলোমিটার দূরত্বের মধ্যে।

(ছ) পোড়ানো ইটের পরিসংখ্যান ও বিক্রয়ের ব্যাপারে রেজিস্টার সংরক্ষণ করিতে হইবে।

(জ) পরিবেশ অধিদপ্তরের অবস্থানগত ছাড়পত্রের শর্তাবলি যথাযথভাবে অনুসরণ করিতে হইবে, এবং পরিবেশগত ছাড়পত্র গ্রহণ ব্যতীত ইটভাটা চালু করা যাইবে না।

(ঝ) আবেদনে উল্লিখিত ইটভাটার জন্য নির্ধারিত জমির অধিক জমি ইটভাটার কাজে কোনোক্রমেই ব্যবহার করা যাইবে না।

(ঞ) আইন এবং উক্ত আইনের অধীন প্রণীত বিধির পরিপন্থি কোনোরূপ কার্যক্রম গ্রহণ করা যাইবে না এবং এ বিষয়ে আইনের সকল বিধি-নিষেধ মানিয়া চলিতে হইবে।

(ট) লাইসেন্সের কোনো শর্ত বা পরিবেশগত ছাড়পত্রে উল্লিখিত কোনো শর্ত লঙ্ঘন করিলে কর্তৃপক্ষ যে কোনো সময়ে আইন অনুযায়ী লাইসেন্স বাতিল করিতে পারিবে।

৫। আইনের ধারা ৮ এর উপ-ধারা (৩) এর অধীন কোনো শর্ত হইতে অব্যাহতি প্রদান করা হইয়া থাকিলে—

(ক) অব্যাহতি প্রাপ্ত শর্ত :

(খ) অব্যাহতি প্রদানের কারণ :

(গ) অব্যাহতি প্রদানের ভিত্তি :

স্বাক্ষর-
জেলা প্রশাসক অথবা তৎকর্তৃক ক্ষমতা প্রাপ্ত কর্মকর্তা
জেলা-
সীল”

উদ্দেশ্য ও কারণ সম্বলিত বিবৃতি

বাংলাদেশ একটি উন্নয়নশীল দেশ। উন্নয়নের ধারা অব্যাহত রাখার পাশাপাশি পরিবেশ ও জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ ও উন্নয়নের স্বার্থে ইট প্রস্তুত ও ভাটা স্থাপনের উপর নিয়ন্ত্রণ আরোপের লক্ষ্যে 'ইট প্রস্তুত ও ভাটা স্থাপন (নিয়ন্ত্রণ) আইন, ২০১৩' জারি করা হয়, যা ১ জুলাই, ২০১৪ থেকে কার্যকর হয়েছে। আধুনিক প্রযুক্তির মাধ্যমে ইটভাটা নির্মাণ এবং বিদ্যমান ইটভাটাসমূহকে আধুনিক প্রযুক্তিতে রূপান্তরের লক্ষ্যে আইনটি প্রণয়ন করা হয়েছে। কিন্তু আইনের কতিপয় ধারায় কিছু বিধি-নিষেধ, শর্ত থাকায় আইনটি প্রয়োগের ক্ষেত্রে সমস্যার উদ্ভব হয়েছে। এছাড়া, দেশের খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকল্পে ফসলী জমির টপ সয়েল ব্যবহার বন্ধের লক্ষ্যে ইটের বিকল্প হিসেবে 'ব্লক' ব্যবহার উৎসাহিত করার জন্য বিদ্যমান আইনে কতিপয় ধারা সংযোজন, বিয়োজন ও সংশোধনের প্রয়োজন। এ লক্ষ্যে আইনের কতিপয় ধারা/উপধারায় প্রয়োজনীয় সংশোধন, সংযোজন, পরিমার্জন, বিয়োজন করে 'ইট প্রস্তুত ও ভাটা স্থাপন (নিয়ন্ত্রণ) (সংশোধন) আইন, ২০১৯' প্রণয়ন করা হয়েছে। যেমনঃ ইট (২ঙ) ও ইটভাটা (২ছ) এর সংজ্ঞা সংশোধন, লাইসেন্স ব্যতীত ইট প্রস্তুত নিষিদ্ধ ও ব্লক প্রস্তুতির জন্য লাইসেন্স নেয়া হতে অব্যাহতি (ধারা-৪), মাটির ব্যবহার ও নিয়ন্ত্রণ সংক্রান্ত ধারা সংশোধন (ধারা-৫), ইটের বিকল্প হিসাবে ব্লক উৎপাদন ও ব্যবহারে বাধ্যবাধকতা আরোপ সংক্রান্ত ধারা {৫(৩ক)} সংযোজন, ইটভাটা ও ইটভাটা স্থাপনের জায়গার পরিমাণ ও নির্দিষ্ট এলাকায় ইটভাটার সংখ্যা নির্ধারণ সংক্রান্ত ধারা (৫ক) সংযোজন, ইট রপ্তানি ও চোরাচালান প্রতিরোধ সংক্রান্ত ধারা (ধারা-৮ক) সংযোজন এবং দণ্ডের পরিমাণ বৃদ্ধি ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। এতে কৃষির জন্য অত্যন্ত প্রয়োজনীয় টপ সয়েল রক্ষাসহ ইটভাটাজনিত পরিবেশ দূষণ কমবে। আইনের বিভিন্ন ধারা বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় বিধি-বিধান প্রণয়ন করা হবে এমন প্রস্তাবনা রেখেই সংশোধনীর প্রস্তাব করা হয়েছে।

এমতাবস্থায়, 'ইট প্রস্তুত ও ভাটা স্থাপন (নিয়ন্ত্রণ) (সংশোধন) আইন, ২০১৯' বিল আকারে মহান জাতীয় সংসদে উপস্থাপন করা হল।

মোঃ শাহাব উদ্দিন
ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী।

ড. জাফর আহমেদ খান
সিনিয়র সচিব।

মোঃ তারিকুল ইসলাম খান, উপপরিচালক, বাংলাদেশ সরকারী মুদ্রণালয়, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
মোঃ আব্দুল মালেক, উপপরিচালক, বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস, তেজগাঁও,
ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত। web site: www.bgpress.gov.bd